২৯/৮/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১-৪ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

আওয়ামী নীল-নকশায় লক্ষ্যচ্যুত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

রকীবুল হক রকীব

বিগত পাঁচ বছরের আওয়ামী শাসনামলে দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত আওয়ামীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বিচ্যুত করে সম্পূর্ণ আওয়ামী 'ধর্মনিরপেক্ষতার ধাঁচে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালিত করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে বিগত পাঁচ বছরে একচেটিয়া দলীয় নিয়োগ করা হয়। দূরদর্শী আওয়ামী চক্রান্তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংঘাত, সংঘর্ষ, বন্দুকযুদ্ধ, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, অশ্লীলতা, শ্লীলতাহানি, হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ, পুলিশী রাজত্ব, চুরি ও লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। অবশিষ্ট ইসলামী ঐতিহ্যটুকুও নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে ইসলামপন্থীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার হয়রানি-নির্যাতনের পাশাপাশি ইসলামী পরিবেশ ধ্বংসের সর্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। বর্ষবরণ, ভ্যালেন্টাইনস ডে, একুশে মেলা, বৈশাখী মেলা ও পূজা ইত্যাদি উদযাপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিদের অতিআগ্রহী ভূমিকা ও সানন্দ উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলেও ঈদে মিলাদুন্নবীসহ বিভিন্ন ইসলামী উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলিতে কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা, অবহেলা ও দায়সারাভাব ছিল চোখে পড়ার মত। ক্যাম্পাসে উলুধ্বনি ও কলাগাছবিষয়ক প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে আওয়ামীপন্থীদের ইসলামী পরিবেশ ধ্বংসের প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে ওঠে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামপন্থী শিক্ষকগণ প্রশাসনিক দায়িত্ব, প্রমোশন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নিগৃহীত হন।

আওয়ামীকরণের ভয়াবহ চিত্র

বিগত আওয়ামী শাসনামলের পাঁচ বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একচ্ছত্র আওয়ামীকরণ করা হয়। আওয়ামীকরণের এ মহাদায়িত্ব পালন করেন আওয়ামী সরকারের নিযুক্ত সাবেক ভিসি প্রফেসর মুহাম্মদ কায়েসউদ্দিন। তার সময়ে আওয়ামীপন্থীদের দ্রুত প্রমোশন দেয়া হলেও ইসলামপন্থীদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে নানা ষড়যন্ত্র করা হয়। তার ষড়যন্ত্রের কারণে তিনজন ইসলামপন্থী শিক্ষক প্রফেসরশীপ পেতে ব্যর্থ হন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড: আ: লতিফ, যার প্রমোশনের সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বামপন্থীদের প্রমোশন বোর্ড সদস্য বানিয়ে প্রমোশন ঠেকানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে আওয়ামীকরণের উদ্দেশ্যে সাবেক ভিসি মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতা এমনকি অযোগ্য প্রার্থীদেরও শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী, টাইপিস্ট, ঝাড়ুদার, মালি ইত্যাদি হিসেবে নিয়োগ দেন। আওয়ামীকরণের স্বার্থে একজনের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে একাধিক লোক নিয়োগ এবং পদের অতিরিক্ত ও নতুন পদ সৃষ্টি করে লোক নিয়োগ করা হলেও অনুমোদন না থাকায় নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের বেতন সরকারীভাবে বরাদ্দ না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতের টাকা দিয়ে এসব চালান। একটি হিসাব মতে গত পাঁচ বছরে দেড় শতাধিক শিক্ষক এবং ২ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আওয়ামী সরকারের নিযুক্ত ভিসি হিসেবে সরকারকে খুশী করতে সাবেক ভিসি [illegible] অনুযায়ী সম্পূর্ণ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত দুটি আবাসিক হলের নামকরণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন্নেসার নামে করেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়েরী থেকে প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমানের নাম ও ইসলামী মূল্যবোধ সংক্রান্ত বাক্য সংবলিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাদ দেন, যা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে সংযোজিত করা হয়। সাবেক ভিসির সময়ে ইসলামপন্থী শিক্ষক প্রতিনিধি ও ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে নাস্তিক ও বামপন্থী শিক্ষক ও ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে সদস্য করা হয়।

ইসলামী শিক্ষা ও পরিবেশ ধ্বংসে

বিগত আওয়ামী শাসনামলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী পরিবেশ ধ্বংসের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী শিক্ষা সংকুচিত করার লক্ষ্যে বিসিএস-এ ইসলামী শিক্ষা গ্রহণকারীদের আসন সংখ্যা সীমিত করা হয়। আওয়ামী চক্রান্ত অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকহারে নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একের পর এক জেনারেল সাবজেক্ট খোলা হলেও প্রক্রিয়াধীন ইসলামী সাবজেক্ট খোলার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করে বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা কোর্স বন্ধের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী নিয়ম ভঙ্গ করে, দায়সারাভাবে স্ব স্ব বিভাগের অযোগ্য শিক্ষক দিয়ে ইসলামী শিক্ষা কোর্সের ক্লাস নেয়া হয়। বিগত আওয়ামী শাসনামলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী গবেষণাকর্মীদের গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত করতে লাইব্রেরীতে চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও ইসলামী বই কম রাখা হয়।

বিগত পাঁচ বছরে ক্যাম্পাস থেকে ইসলামী পরিবেশ ধ্বংসের জন্যও নানা ষড়যন্ত্র করা হয়। কর্তৃপক্ষের আয়োজনে বিভিন্ন মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিয়ে ক্যাম্পাস অশ্লীলতার স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়। ক্যাম্পাসে ইসলাম ধর্মীয় বিভিন্ন উৎসব পালনে কর্তৃপক্ষের গড়িমসি ও অনীহা প্রকাশ পেলেও হিন্দুদের পূজা ও বিভিন্ন উৎসব পালনে কর্তৃপক্ষের সর্বতো সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামপন্থীদের ওপর হয়রানি ও নির্যাতন

ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ ধ্বংস এবং ইসলাম চর্চার পথ রুদ্ধ করে দেয়ার সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিগত আওয়ামী সরকারের শাসনামলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামপন্থী শিক্ষকদের ওপর নেমে আসে হয়রানি ও মানসিক নির্যাতন। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন সহযোগী অধ্যাপক ও প্রবীণ শিক্ষক সমিতির সভাপতি, শিক্ষক সমিতির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের বাসায় পুলিশী তল্লাশি এবং অপর এক সহযোগী অধ্যাপককে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্পেশাল ব্রাঞ্চের জিজ্ঞাসাবাদ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার ঘটনা সবাইকে বিস্মিত করে। আতঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে ইসলামপন্থী শিক্ষক মহল। কাকে কিভাবে কখন সরকারী হয়রানির শিকার হতে হয় এ আশংকা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে তীব্র হয়ে ওঠে। কথিত হরকাতুল জিহাদের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ঘটনা পরবর্তীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামবিদ্বেষী আওয়ামী মহলের টার্গেটে পরিণত হওয়ার ঘটনা ক্যাম্পাসে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলে। ইসলামপন্থী শিক্ষকদের তৎপরতা ও অতীত কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারী গোপন ফাইল তৈরী ও শিক্ষকদের ওপর পুলিশী তৎপরতা সবাইকে এক অজানা আশংকায় নিপতিত করে। উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত পুলিশী তল্লাশি ও হয়রানির শিকার সকলেই ধর্মতত্ত্ব অনুষদভুক্ত শিক্ষক বলে জানা গেছে। তন্মধ্যে দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শহীদ মুহাম্মদ রেজওয়ান যিনি শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আওয়ামী মহলের বিরাগভাজন হন। একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড: আবদুর রহমান আনওয়ারী ইসলামী উচ্চতর গবেষণা, বিভিন্ন ইসলামী নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কিতাব ও কলাম লিখে ক্যাম্পাসের ইসলামপন্থী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লেখক হিসেবে পরিচিত হন। আল-কোরআন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সর্বজনশ্রদ্ধেয় ড: এ এইচ এম ইয়াহইয়ার রহমান ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য পরিচিত ও আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে বাসা তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ, ও পুলিশী হয়রানির তালিকাভুক্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক

চুরি আর লুটপাটের নিরাপদ আস্তানা

বিগত আওয়ামী শাসনামলের পাঁচ বছরে ইসলামী-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস চুরি আর লুটপাটের নিরাপদ আস্তানায় পরিণত হয়। বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকার সম্পদ চুরি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও অসাধু ব্যক্তির যোগসাজশে এসব চুরি ও লুটপাটের ঘটনা সংঘটিত হয় বলে জানা গেছে। এসব চুরির ঘটনায় কর্তৃপক্ষের দায়সারাভাবে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অপরাধীদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ার ফলে ক্যাম্পাসে চুরি ও লুটপাটের কাজ ক্রমশ অবাধে সংঘটিত হতে থাকে। বিগত পাঁচ বছরে ক্যাম্পাসে সংঘটিত চুরির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর একটি কক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের ইকুইপমেন্ট ও [illegible] মেইলের অধিকাংশ চুরি। এরপর গত বছরের ২৪ মে বিজ্ঞান অনুষদের একটি ল্যাবে রাখা ৩১টি কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যায়। যার আনুমানিক মূল্য ৬ লাখ টাকা। এরপর ৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের জানালা ভেঙ্গে লক্ষাধিক টাকার ওষুধ চুরি হয়। সর্বশেষ আওয়ামী সরকারের বিদায়ী মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের লক্ষাধিক টাকার গাছ অত্যন্ত সুকৌশলে চুরি হয়ে যায়, যা পরবর্তীতে জানাজানি হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেও আজ পর্যন্ত কোন রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি। এছাড়া [illegible] ঘর, মূল্যবান পিতলের পাত চুরিসহ অসংখ্য ছোট-বড় চুরি ও লুটপাটের ঘটনা সংঘটিত হয়।

সন্ত্রাস, সংঘাত-সংঘর্ষ

আওয়ামী শাসনামলের পাঁচ বছরে সন্ত্রাস, সংঘাত-সংঘর্ষ, বন্দুকযুদ্ধ, বোমাবাজি, রক্তপাত, প্রাণহানি ও সহিংসতা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর ক্যাম্পাসকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ফেলে। গত পাঁচ বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধসহ ছোট-বড় ১০০টিরও বেশী সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এসব সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন মেধাবী ছাত্র নির্মমভাবে প্রাণ হারায়। গুলিবিদ্ধসহ মারাত্মকভাবে আহত হয় ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, পঙ্গুত্ববরণ করে অর্ধশতাধিক ছাত্র। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিত বন্ধ থাকে প্রায় এক বছর। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বিপর্যস্ত হয়ে সৃষ্টি হয় দু-তিন বছরের ভয়াবহ সেশনজট। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সংঘর্ষ সংঘটিত হয় আওয়ামী শাসনামলের প্রথমে ১৯৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। একটি তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে এই সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। সাড়ে তিন ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধে ৩০০ রাউন্ড গুলী বিনিময়ের প্রেক্ষিতে ৮৩ জন গুলিবিদ্ধ এবং সাংবাদিকসহ ২ শতাধিক ছাত্র আহত হয়। গুলিবিদ্ধ আমিনুর নামক এক শিবিরকর্মী ঢাকায় হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়। এ সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩ দিন অনির্ধারিত বন্ধ থাকে। বিগত পাঁচ বছরে আরেকটি বড় ধরনের সংঘর্ষ সংঘটিত হয় ১৯৯৮ সালের ৩১ অক্টোবর। শিবিরকর্মীরা তাদের তৎকালীন সভাপতি নজরুল ইসলামের মুক্তির দাবীতে ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ করলে ছাত্রলীগ তাদের ওপর সশস্ত্র হামলা করে। পরে পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় শতাধিক শিবিরকর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে ইসলামের ইতিহাস ১২ ব্যাচের মেধাবী ছাত্র ও শিবির কর্মী মহসিন কবীর ঘটনাস্থলেই এবং দাওয়া বিভাগের ছাত্র আল-মামুন হাসপাতালে নিহত হয়। এ ঘটনায়ও বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। একটি বিশেষ লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে আওয়ামী প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে এসব সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হয় বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

বিগত পাঁচ বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র আর্থিক সংকট দেখা দেয়। ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রমে চরম স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। বিগত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি টাকা। ঘাটতির ফলে প্রশাসনিক দফতর চালাতে এক খাতের টাকা অন্য খাতে টানাটানি, আইডিবি প্রকল্পের অনুদান, লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদানের টাকা দিয়ে ঘাটতি সাময়িকভাবে পূরণ করা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয় তেমনি অর্থাভাবে লাইব্রেরীতে বই সংকটের কারণে ছাত্রছাত্রীদের একাডেমিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, আওয়ামী প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়কে আওয়ামীকরণ ও আত্মীয়করণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, প্রশাসনের সর্বস্তরে অবাধ দুর্নীতি-অনিয়ম, কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় এবং বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ছাত্র বিক্ষোভের ফলে ভয়াবহ বাজেট ঘাটতির সৃষ্টি হয়।

ইসলামী গবেষণা কার্যক্রম স্থবির

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা। কিন্তু বিগত [illegible] কোন [illegible] হয়। নতুন [illegible] অজুহাতে '৯৯-২০০০ সেশনের এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা দীর্ঘদিন বন্ধ রাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শাখার প্রধান ও অন্যতম কার্যক্রম এমফিল ও পিএইচডি গবেষণায় বিপুলসংখ্যক আগ্রহী গবেষণাকারীর উৎসাহ কুণ্ঠিত হয়। উচ্চতর গবেষণায় [illegible] ও গবেষণাকর্মীদের বেশীর ভাগই ইসলামী বিষয়ে আগ্রহী হওয়ায় এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যেই মূলত গবেষণা কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত ইসলামী বইয়ের অভাবে ও ইসলামী উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ধর্মতত্ত্ব অনুষদের শিক্ষকদের চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইসলামী বই কেনা হয়নি। ইসলামী গবেষণা ঠেকাতে সাবেক আওয়ামীপন্থী [illegible] বেশী কাজ করে বলে জানা গেছে।